[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সদর থানা পুলিশ। তিনি মুজিবনগরের সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর চেষ্টা করছিলেন।

মেহেরপুরে সরকারি যাকাত ফান্ড থেকে যাকাতের চেক বিতরণ

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাছাইকৃত স্থায়ী যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে সরকারি যাকাত ফান্ডের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। কর্মহীন, দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের সহায়তার লক্ষ্যে এ অর্থ প্রদান করা হয়।

এ বছর মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সরকারি যাকাত ফান্ড থেকে ৩২ জনকে প্রতিজন ৬ হাজার টাকা করে মোট ১ লাখ ৯২ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে যাকাতের চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. এ. কে. এম. আবু সাঈদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনীর, জেলা সমাজসেবা (রেজি.) অফিসার কাজী আবুল মনসুর, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে জেলা সমাজকল্যাণ

কমিটির মাধ্যমে আর্থিক অনুদান বিতরণ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে চিকিৎসা, লেখাপড়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি, মেহেরপুরের মাধ্যমে এককালীন আর্থিক অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। এ বছর ১৬৯ জনকে মোট ৪ লাখ ১২ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) সকাল সাড়ে দশটার দিকে জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. এ. কে. এম. আবু সাঈদ, জেলা সমাজসেবা অফিসার ও উপপরিচালক মো. আশাদুল ইসলাম, হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহে জেবিন কেমি, প্রবেশন কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা সমাজসেবা (রেজি.) অফিসার কাজী আবুল মুনসুর।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসার জামিন

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভানেত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

গতকাল সোমবার (২৪ মার্চ) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো.

মিজানুর রহমান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আল-আমিন।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ বলেন, এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমরা আপিল করবো।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের করা এক মামলায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার ইস্কাটন এলাকা থেকে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর আমলি আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আমলি আদালতের বিচারক বেগম শারমিন নাহার তাকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মহাজনপুরে বিএনপির ইফতার ও দোয়া মাহফিল

সঙ্গে থাকুন, জনগণকে সঙ্গে রাখুন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এই স্লোগানে মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার মহাজনপুর কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি, জেলা শ্রমীকদলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনাসহ সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সহস্রাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ৬১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ঔষধ, গ্যাস-সার ও প্রসাধনীর দোকানে ৬১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ মার্চ) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কোট রোড ও চাঁদবিল এলাকায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে মেসার্স সোহেলা মেডিকেলে ৪০ হাজার, মেসার্স আলমগীর ট্রেডার্স এন্ড বীজ ভান্ডারকে ২০ হাজার এবং সেন্টু স্টোরকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান জানান, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুসারে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মূল্যহীন ঔষধ রাখা, লাইসেন্স বিহীন গ্যাস ব্যবসা পরিচালনা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রয় এবং মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় তাদের বিরুদ্ধে এ জরিমানা করা হয়।

প্রবীণ শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক খান (মেগা) আর নেই

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আব্দুর রাজ্জাক খান (মেগা) আজ সোমবার দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আব্দুর রাজ্জাক খান মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয় ও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে ২০০২ সালে অবসরে যান। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাংস্কৃতিক চত্বরের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং সংগঠনটির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার অসামান্য অবদানের জন্য সংগঠনটি তার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

তার ছেলে রাফসান খান (তনন) ইংল্যান্ডের এক বিমানবন্দরে কর্মরত এবং ছেলের বউ মৌসুমী আক্তার ব্রিটেনের একটি ‘ল’ ফার্মে কাজ করেন। মেয়ে রশি মনি মেহেরপুর কৃষি ব্যাংকে কর্মরত এবং জামাতা একজন ব্যাংকার। তিনি মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বোস পাড়ায় পরিবারসহ বসবাস করতেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১০

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে জিআর মামলার আসামিসহ বিভিন্ন মামলার ১০ আসামি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৯ জন রয়েছে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত থেকে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, পিরোজপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মৃত নূর মোহাম্মদের ছেলে হামিদুল (হাফি) (৩৮), হরিরামপুর গ্রামের মোঃ তারা মিয়ার ছেলে

মোঃ পাপ্পু (২২), মোঃ খোরশেদের ছেলে মোঃ তারা মিয়া, পোষ্ট অফিস পাড়ার মোঃ আমিরের ছেলে মোঃ রুবেল হোসেন (৪২), কুতুবপুর মধ্যপাড়ার মৃত কাশেম চৌকিদারের ছেলে মোঃ সোহেল (৩৯), শহরের উত্তর খাঁন পাড়ার আঃ হামিলের স্ত্রী মোছাঃ কাইফা খাতুন, আঃ হালিমের ছেলে মোঃ সাব্বির হোসেন, তাঁতী পাড়ার আমির আলীর ছেলে মোঃ আঃ হালিম, উজলপুরের উসমান গনির ছেলে মোঃ সজিব এবং গাংনী উপজেলার গ্রেফতারকৃত হলেন কুষ্টিয়া মিরপুরের মোঃ নুরুল ইসলামের ছেলে মোঃ মফিজুল ইসলাম (টুটুল)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক এমপি আফজাল হোসেন মেহেরপুর থেকে গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জ-৫ (বাজিতপুর-নিকলী) আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি মো. আফজাল হোসেনকে মেহেরপুর শহর থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার ভোরে মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিকপাড়ার স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা ইবনে মামুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার



করা হয়।

সেইসঙ্গে আশ্রয়দাতা ইবনে মামুনকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে মেহেরপুর সদর থানায় নিয়েছে পুলিশ। মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক নেতা ইবনে মামুনের ভাইয়েরা জুতার ব্যবসা করেন।

সাবেক এমপি আফজাল হোসেনের মালিকানাধীন ‘আফজাল সুজ’ কম্পানির সঙ্গে ইবনে মামুনের ভাইদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। সে সূত্রেই এমপি আফজাল হোসেন ওই নেতার বাসায় আশ্রিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সাবেক এই এমপির অবস্থান শনাক্ত করে পুলিশ।

স্থানীয় একাধিক সূত্রের তথ্যমতে, মেহেরপুর তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ভোরের দিকে জেলার মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি ছিল তার।

এ জন্য সীমান্তের একটি চক্রের সঙ্গে মোটা অঙ্কের টাকায় চুক্তিও করেছিলেন বলে অসমর্থিত সূত্রগুলো জানায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন সাবেক এমপি মো. আফজাল হোসেনের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘কিশোরগঞ্জ জেলা পুলিশের একটি টিম মেহেরপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। বিকাল নাগাদ পুলিশের টিম মেহেরপুর পৌঁছালে তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হবে।

তবে মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম জানান, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) রিক্যুইজিশনের (অধিযাচন) ভিত্তিতে সোমবার কিশোরগঞ্জ-৫ (বাজিতপুর-নিকলী) আসনের সাবেক এমপি মো. আফজাল হোসেনকে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানার ওসি মো. মুরাদ হোসেন

জানান, বাজিতপুর থানায় সাবেক এমপি মো. আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলাসহ কমপক্ষে সাতটি মামলা রয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই ৪ আগস্টের ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা হয়।

আইনজীবী পরিবর্তন করায় নথি থেকে জমির দলিল গায়েব !

২৩ বছর আগে একটি দেওয়ানী মামলা করে এখন বিপাকে পড়েছেন মুজিবনগরের ভুক্তভোগী ভূমি মালিক ইন্নাল শেখ। দীর্ঘ দিন আদালতের বারান্দায় ঘুরে ঘুরে তৃতীয় দফার একতরফা শুনানী ও রায়ের দিন জানতে পারলেন প্রাক্তন উকিলের মহুরির দ্বারা জমির দলিল গায়েব হয়েছে।

মামলার বাদীর সাথে কথা বলে ও নথি ঘেঁটে দেখা যায়, দীর্ঘ ২৩ বছর আগে ২০০২ সালের ৩১ মার্চ তারিখে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে বিবাদী মোঃ মিন্টু জোয়ারদারের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলাটি দায়ের করেন ইন্নাল শেখ। মামলা নম্বর ৯৩/০২। সমন জারি ও জবাব দাখিলে বিবাদী পক্ষের অনুপস্থিতিতে বছরের পর বছর চলে যায়। দীর্ঘদিন মামলা চলাকালীন সময়ে আদালতে বিবাদীপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে আদালত ইন্নাল শেখের অনুকূলে একতরফা রায় দেন। এরপর আবার বিবাদী পক্ষ যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আপিল করে। এরপর আবারো যথারীতি অনুপস্থিত থাকলে আপিলেও একতরফা রায় পান ইন্নাল শেখ। এরপর আবারও বিবাদী পক্ষের অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে একটি মিস কেস করেন করেন মোঃ মিন্টু জোয়ারদার। এরপর থেকে আদালতে যথারীতি অনুপস্থিত থাকতে শুরু করেন।

দেওয়ানী মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে আদালতে নিষ্পত্তি না হওয়াতে বাদীপক্ষ পরিবর্তন করেন আইনজীবী। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া মেনে জেলা আইনজীবী সমিতির এনওসি’র মাধ্যমে ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর আইনজীবী পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এরপরেই বাধে বিপত্তি। আদালতে পুনরায় মামলাটির একতরফা শুনানির সময় দেখা যায় মামলার মূল নথিতে জমির দলিলটি নেই। অথচ ইতিপূর্বে দু দুইবার সেই দলিলের সূত্র ধরেই আদালত ইন্নাল শেখের পক্ষে এক তরফা রায় দিয়েছিলেন।

মামলার বাদি ইন্নাল শেখ বলেন, ‘আমার বৈধ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদী পক্ষ আমাকে বিগত ২৩ বছর যাবৎ আদালতের বারান্দায় রেখেছে। অথচ বিবাদী পক্ষ কখনো আদালত না এসে আদালত অবমাননা করে চলেছে। আমার মামলার প্রাক্তন আইনজীবী অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারের মুহুরী নুরুলের সাথে বিবাদী পক্ষের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। মুহুরির সাথে আত্মীয়তা ও বিবাদীর পয়সায় মামলার কাগজ পত্র হারানোর মত ঘটনা ঘটছে। কারণ এনওসির মাধ্যমে আইনজীবী পরিবর্তন করার পরেও ২২ মার্চ থেকে অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার ও তার মুহুরী বারবার আমার মোবাইলে কল দিয়ে একতরফা সাক্ষী ও রায় হবে জানিয়ে টাকা সহ যোগাযোগ করতে বলে।’

আইনজীবী পরিবর্তনের পরেও প্রাক্তন আইনজীবী ও তার মুহুরীর এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কে। ঘটনা শুনে আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বলেন,’এই মুহূর্তে আমি জরুরী কাজে ঢাকাতে আছি। মেহেরপুরে ফেরার পর বিষয়টি আমি দেখব।

আর আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রাজ্জাক টোটন বলেন, ‘ভুক্তভোগী বিষয়টি নিয়ে আইনজীবী সমিতিতে অভিযোগ দিলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইন্নাল শেখের ছেলে মুজাহিদুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, ‘আমরা মামলার নথি সমূহ তুলে বেশ কয়েকজন অ্যাডভোকেটকে দেখায়। এটা জানার জন্য, আমাদের মামলার গ্রাউন্ড কি। যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত আমার বাবা মামলা পরিচালনা করে আসছেন। তাই সেটা জানার পর ২৩ সালের ৩০ মে আদালতের যেই দিন ছিল, ওদিন নুরুল মুহুরীর কাছে নথি (জমির মূল দলিলপত্র) দিয়েছি কোর্টে জমা করার জন্য। কোর্টের নিচ তলায় উনি বললেন, আমার হাতে দাও আমি জমা করে দিবো। এর কয়েক মাস পরে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, নথি জমা দিয়েছি। আদৌতে তিনি সেই নথি জমা দেননি। আজকে যখন জানতে পারলাম যে নথি কোর্টে জমা হয়নি। তখন বার বার নুরুল মুহুরীকে কল দিলে তিনি অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। ‘

মুজাহিদুল ইসলাম আরো বলেন, ‘আমরা বাদি পক্ষ মনে করছি, অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারের কাছ থেকে মামলা সরিয়ে অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফার কাছে আইনগতভাবে হস্তান্তর করায় তিনি মুহুরীকে নিয়ে বাদী পক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে আমাদের মামলার নথি সমূহ গায়েব করেছেন। আমরা কোর্ট ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের

কাছে অনুরোধ করবো বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্ত করে আমাদের ন্যায় বিচার পেতে সহায়তা প্রদান করার জন্য।’

এ বিষয়ে মুঠোফোন নুরুল মুহুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে প্রথমে তিনি বলেন ‘আজ সকালে আমি আদালতের মূল নথিতে দলিলটি জমা করেছি।’ মুহুরীর এই কথোপকথনের অডিও কালবেলার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

পরবর্তীতে আদালত জমির দলিল মামলার নথিতে না পেয়ে পরবর্তী তারিখে জমির দলিল দাখিল করার নির্দেশ দিলে, আবারো যোগাযোগ করা হয় মুহুরীর সাথে। এ সময় তিনি কোন কথা বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারের সাথে কথা বলার পরামর্শ দেন।

উল্লেখ্য, ভূমি বা জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মানুষকে বিচিত্র ভোগান্তি পোহাতে হয়। অনেকে বলেন, দেওয়ানি মামলার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। প্রযুক্তির যুগেও সমন জারি ও জবাব দাখিলে বছরের পর বছর চলে যায়। একপক্ষের গরহাজিরায় মামলা একতরফা নিষ্পত্তি হয়। অন্যপক্ষ এসে আবার মামলা পুনরুজ্জীবিত করে। আপিল শুনানি ও শেষ হওয়ার পরও একই অবস্থা হয়। ফৌজদারি বিচারে কত দিনের মধ্যে অভিযোগপত্র, বিচার করতে হবে সেটি বলা আছে। কিন্তু দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই।

এছাড়াও এক ব্যক্তির জমি অন্যের নামে নামজারি করা, উত্তরাধিকার সম্পত্তির নামজারিতে জটিলতা, বেঁধে দেওয়া সময়ে নামজারি সম্পন্ন না হওয়া, ভূমি জরিপের ক্ষেত্রে নানারকম নয়-ছয় করা ইত্যাদি সাধারণ ঘটনা। ভূমি অফিসের একশ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দালালের যোগসাজশে নানা দুর্নীতি, ঘুষ ও আর্থিক কেলেঙ্কারি তো আছেই। সবমিলিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য ভূমির মালিকানা অর্জনের চেয়ে ভূমিরক্ষা করাটাই যেন কঠিন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত অধস্তন আদালতে ১৫ লাখ, হাইকোর্টে ৮৯ হাজার এবং আপিল বিভাগে ১১ হাজারের বেশি দেওয়ানি মামলা বিচারাধীন ছিলো।